

Marking Scheme
Class - XII (2026 - 27)
Subject – Bengali (105)

সময়- ৩ঘণ্টা
Time: 3 Hrs.

সর্বমোট অঙ্ক: ৮০
Maximum Marks: 80

		PART- A: Objective Type Questions(MCQ)	
Section	Question No.	Expected Answers / Value Points	Distribution of Marks
A (Unseen Comprehension)	1.	বোধপরীক্ষণ থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন (MCQ) প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর	2x(5x1)=10
	A.I.	C. লেখার বিষয় নয় বরং শিল্পীর নিজেকে ব্যক্ত করার বাসনা	
	II.	A. আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার কাছে সত্যনিষ্ঠ থাকা	
	III.	D. কারণ (খ) সঠিক, কারণ (ক) ভুল	
	IV.	B. পরিচিত জগতের তুচ্ছাতুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও বিরাটের মহিমা আবিষ্কার	
	V.	A. প্রসারিত	
	B. I.	C. একটি গদ্যগ্রন্থ	
	II.	B. যথার্থ অনুবাদের অভাব	
	III.	A. কবি নিজের নামটিও আর পুরোটা সই করে উঠতে পারছেন না	
	IV.	C. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মনের সাবলীলতা	
	V.	D. সৃষ্টি + তি	
C (Main Course Book &)	2.	নাটক থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন: (MCQ)	5x1=5

Supplementary Reader)			
	I.	B. দর্শক শূন্য অডিটোরিয়ামকে	
	II.	A. অল্পবয়সী রজনীকান্ত যেমন দুর্দান্ত অভিনয় করতেন বার্ষিক্যে পৌঁছেও তিনি সেই একইরকম অভিনয় করেন	
	III.	C. কারণ (ক) যথাযথ নাহলেও কারণ (খ) যথাযথ।	
	IV.	C. মহম্মদ	
	V.	D. শিল্পী হিসেবে দক্ষতার পরিসমাপ্তির কথা	
	3.	সহায়কপাঠ থেকে নির্বাচনমূলক প্রশ্ন:(MCQ)	5x1=5
	I.	C. কারণ (ক) যথাযথ নাহলেও কারণ (খ) যথাযথ।	
	II.	B. মাধবদত্তের স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কের অনাথ ভাইপো	
	III.	A. পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলানদীর ধারে	
	IV.	B. আকাশের প্রান্ত থেকে আসা পাখির ডাকের সঙ্গে	
	V.	D. মানববর্জিত পাখিদের দেশ যেখানে আছে সুর আর ডানামেলার স্বাধীনতা	
		PART-B (Descriptive Questions)	
B (Grammar)	4.	ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্রগুলির যে কোনো একটির দুটি উদাহরণ ও বিশ্লেষণসহ সংজ্ঞা: স্বরভক্তি অথবা অভিশ্রুতি ●শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর ●উৎস শব্দটিকে পাশে রেখে উদাহরণ দিলে অর্থাৎ উচ্চারণ পরিবর্তনের সূত্রনির্দেশের চেষ্টা করলে প্রত্যেকটি উদাহরণের জন্য 1 নম্বর। যেমন :	1x(2+3)=5

		স্বরভক্তি—শক্তি>শকতি কর্ম>করম অথবা অভিশ্রুতি- দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে করিয়া > কইর্যা > করে ●সঠিক বর্ণবিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট রীতি প্রভাবিত শব্দটির উল্লেখ করলে 1 (0.5+0.5) নম্বর। যেমন: স্বরভক্তি- শক্তি>শকতি – শ্+অ+ক্+ত্+ই>শ্+অ+ক্+অ+ত্+ই (ক্,ত্-এর মাঝে‘অ’-এর আগম) কর্ম>করম – ক্+অ+র্+ম্+অ>ক্+অ+র্+অ+ম্+অ (র্, ম্-এর মাঝেঅ-এর আগম) অথবা অভিশ্রুতি - ‘দেখে’ - ‘দেইখ্যা’>‘দেখে’ = দ্+এ+ই+খ্+য্+আ>দ্+এ+খ্+এ (আ +ই>এ) (0.5+0.5=1) ‘করে’- কইর্যা > করে = ক্+অ+ই+র্+য্+আ>ক্+অ+র্+এ (আ +ই>এ)	
--	--	---	--

	5.	শব্দার্থতত্ত্বের প্রকারভেদটির দুটি উদাহরণ ও বিশ্লেষণসহ সংজ্ঞা: ●শুধু সংজ্ঞাটিকে ঠিকভাবে লিখলে 2 নম্বর ●শব্দের মূলঅর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ উল্লেখ করে প্রতিটি উদাহরণের জন্য 1নম্বর। বিশ্লেষণসহ ব্যাখ্যার জন্য ((0.5+0.5=1) যেমন : সংজ্ঞা: শব্দার্থের অপকর্ষ ‘প্রজাপতি’- মূল অর্থ ব্রহ্মা, পরিবর্তিত অর্থ – পতঙ্গবিশেষ এখানে শব্দার্থের অপকর্ষ হয়েছে। ঝি - মূলঅর্থ- কন্যা, পরিবর্তিত অর্থ - দাসী এখানে শব্দার্থের অপকর্ষ হয়েছে। OR শব্দের প্রসারণ – যখন কোনো শব্দের আদি বা মূল সঙ্কীর্ণ অর্থ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কালি- আদি অর্থ ‘কালো রঙের তরল’। বর্তমান প্রসারিত অর্থ-‘যে কোন রঙের তরল’। তৈল- তিল থেকে উৎপন্ন স্নেহপদার্থ। বর্তমান প্রসারিত অর্থ- তিল ছাড়াও সর্ষে, নারকেল, সূর্যমুখী বা যেকোনো উৎস থেকে পাওয়া স্নেহ পদার্থ।	1x(2+3)=5
	6.	বাগধারা/প্রবাদগুলি দিয়ে বাক্যরচনা করো (যে কোনও পাঁচটি) : বাক্যে বাগধারা/প্রবাদগুলির অর্থ সঠিকভাবে প্রযুক্ত হলে প্রতিটি বাক্যের জন্য 1 নম্বর	5x1=5

7.

গদ্য থেকে উদ্ধৃতিভিত্তিক প্রশ্ন:

2+3=5

‘তার স্বর্গ আর হারার মা’র স্বর্গ কী এক হতে পারে?’ -

উত্তরসংকেত:

a. • পুত্র-কন্যা পরিত্যক্তা, সর্বহারা গৌরবি একদিন স্বপ্ন দেখে হারার স্বর্গত মা আয়েষাবিবি তার হাত ধরে নিয়ে গেছে তার স্বর্গে – সেখানে প্রচুর থানকুনি পাতা আর দূর্বাঘাসের মেলা – মাদারগাছের ছায়ায় টেকিশাকের জঙ্গল।

• পৃথিবীতে জন্মে বঞ্চনা হতাশা ছাড়া সে কিছু পায়নি বলেই তার স্বপ্নের স্বর্গ তার চির-আকাঙ্ক্ষিত সব-পেয়েছির দেশ-সেখানে আয়েষা আর গৌরবির জীবিকা-সংস্থানের অবাধ স্বাধীনতা। তবে দুজনের ধর্মের ভিন্নতার কারণেই প্রাথমিকভাবে গৌরবির মনে এই ভাবনা ও সংশয়ের উদয় হয়।

b. • ভারতবর্ষীয় সমাজ ছিল জাতিভেদ ও বৈষম্যের কারণে বহুধাবিভক্ত। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজও ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, মূল্যবোধহীনতা ও জাত-পাত-অস্পৃশ্যতায় দীর্ণ।

• পাঠ্যগল্পের পটভূমিতেও আছে দারিদ্র্য এবং হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক সম্প্রদায়ের বিভেদ-বৈপরীত্য। পরের অনুগ্রহে অন্যের সামান্য আশ্রয়ে জীবন কাটে গৌরবির। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও দারিদ্র্য আয়েষা ও গৌরবিকে একে অপরের প্রতি সহমর্মী করে তুলেছিল বলেই আয়েষার মৃত্যুর পর তার ছেলে হারা আশ্রয় নেয় গৌরবির কাছে।

• তবে সেই গ্রামীণ পরিমণ্ডলে দুজনের ধর্ম আলাদা হওয়ায় মাতৃহারা হারুনসালেমকে আশ্রয় দিতে গৌরবির দ্বিধাগ্রস্ততায় তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, ক্ষুদ্রতা ও চোখরাঙানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বপ্নকল্পনার ভিন্নতাতেও আপাতভাবে সেই সংশয় ও দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

OR

"অভিমান করে চলে গেলি, মা?"

		উত্তর সঙ্কেতঃ a. উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়। রসুলগঞ্জের মেলায় যাওয়ার পথে পেটের যন্ত্রণায় আদরিণীর মৃত্যু হলে, জয়রামবাবু পাশে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অত্যন্ত আবেগপ্লুত হয়ে এই উক্তি করেন। b. আর্থিক অনটনে বাধ্য হয়ে জয়রামবাবু আদরিণীকে বিক্রির জন্য রসুলগঞ্জের মেলায় পাঠিয়েছিলেন। প্রিয় পোষ্যকে বিক্রির যাতনা সহ্য করতে না পেরে বিদায়বেলায় তিনি আদরের সামনে আসেননি। কিন্তু মেলায় পৌঁছানোর পথেই পেটের তীব্র যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে আদরিণী মারা যায়। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে জয়রামবাবু তার নিষ্প্রাণ দেহের পাশে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জয়রামবাবু আদরিণীকে পশুর পরিবর্তে নিজের সন্তানের মত ভাবতেন। আদরিণীর এই হঠাৎ চলে যাওয়াকে তিনি মনিবের অনিচ্ছাকৃত বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদরের তীব্র 'অভিমান' বলেই মনে করেছেন। উক্তিটিতে মনিব ও পশুর প্রথাগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে এক সন্তানহারা পিতার গভীর আত্মগ্লানি, বুকফাটা শোক এবং ট্র্যাজিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।	
--	--	--	--

C(<u>Main Course</u> <u>Book &</u> <u>Supplementary</u> <u>Reader</u>)	8.	শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের সমাজে যে বিশেষ পরিচিতি ছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। উত্তর সংকেত: ●পেশায় মোক্তার, সকলের কাছে অতি পরিচিত নাম, 'আদরিণী' নামক হাতিটির মালিক ●জেলার সকল বিষয়ী মানুষের কাছে বিশেষ উপকারী ও প্রশংসনীয় এক ব্যক্তিত্ব। OR "মনে করেছে কাঙালের আত্মপর্থা" উত্তর সংকেতঃ হারার বাবার ধনী ব্যক্তি পাল বাবুদের চেয়ে উঁচু আর মজবুত করে ঘর বানানোর চেষ্টাকে 'আত্মপর্থা' বলা হয়েছে। দরিদ্র ঘরামি হয়েও হারার বাবা পালবাবুদের চেয়ে উঁচুকোঠার মতো মজবুত ঘর তৈরি করেছিল। গরিব মানুষের এমন শখ ও উন্নতিকে সমাজপতিরা 'কাঙালের আত্মপর্থা' মনে করেছে। আসলে শ্রমজীবী মানুষের এ হেন উন্নতি সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। নিরন্ন মানুষের প্রতি সমাজের কদর্য মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে।	2
	9.	উত্তর সংকেতঃ 'হলুদপোড়া' গল্পটিতে সংস্কারের আবর্তে মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে"- মন্তব্যটি কতটা যথার্থ তা বিশ্লেষণ করো উত্তরসংকেত: ●মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া' গল্পটিতে তিন দিনের ব্যবধানে মৃত্যু হয় শুভ্রা চাটুজেজ আর বলাই চক্রবর্তীর। তাতে গ্রামের সবাই যখন বিচলিত তখন নবীনের স্ত্রী দামিনীর গায়ে বাতাস লাগলে কুঞ্জ গুনি ঠিক করে তার উপর অশরীরী আত্মা ভর করেছে। মন্ত্র-তন্ত্রপ্রয়োগ, শুকনো হলুদ পুড়িয়ে শোঁকানোর পর দামিনীর মুখ থেকে অশরীরীর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে যে, সেই শুভ্রা আর বলাই	3

		চক্রবর্তীর খুনি। একইভাবে কাহিনীর শেষে ধীরেনের অতিপ্রাকৃত কণ্ঠে শোনা যায় যে সে ওই দুজনের খুনি। অসম্ভবের এই বিন্যাস ছাড়া বাকি সবটাই চরিত্রগুলির মনোজগতের উন্মোচন ও টানা পোড়েন – আর তারই মধ্যে আছে অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারে ডুবে থাকা ব্যক্তিমানুষের মন ও সমাজ। • ধীরেন চাটুজেজ যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে বেরিয়ে এসে এই অন্ধবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে, হয়তো অবচেতনেও থাকে সেই আদিম কণ্ঠস্বর। • পঞ্চজ ঘোষালের অন্ধবিশ্বাস, ক্ষেস্তিপিসির ভূত আটকানোর দাওয়াই, স্কুলের প্রধানশিক্ষক, সম্পাদক থেকে ছাত্রদের আচরণের পরিবর্তন – এইসবই আসলে সংস্কারে আটকে থাকা সমাজ- মনেরই বহিঃপ্রকাশ। এই মানসিকতাকে ইন্ধন জোগায় কুঞ্জ। তাই চূড়ান্ত বিচারে ‘হলুদপোড়া’ কোনও ভৌতিক গল্প নয়, অবচেতন থেকে উঠে আসা সংস্কারনির্ভর মনস্তত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।	
	10.	কবিতা থেকে প্রশ্ন প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা: “যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি” উত্তর সংকেত: উৎস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রার্থনা’ কবিতা প্রসঙ্গ : কবিকল্পিত আদর্শ ভারত হল কুসংস্কার, জড়তামুগ্ধ এমন এক ভারতবর্ষ যেখানে সমস্ত আচার-বিচার, অর্থহীন অনুশাসনের নিগড় ভেঙে, ভীতিগ্রস্ততা ছিন্নভিন্ন করে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব – সেই প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যা : • অন্ধঅনুশাসন আর সংকীর্ণ আচার সর্বস্বতায় দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় – তা মানুষকে কৃপমণ্ডুক করে তোলে।	1x5=5

●মরুভূমির শুষ্ক বালুকারাশি যেমন, নদীর স্রোতধারার স্বাভাবিক গতিকে রোধ করে, প্রাণের চিহ্নকে বিশৃঙ্খল ও বিনাশ করে, তেমনই দেশবাসীর জীবনস্রোত যদি অর্থহীন বিধি-নিষেধ, প্রথানুবর্তন, সংস্কারে আবদ্ধ থাকে তাহলে তার বিচারশক্তি নষ্ট হয়, ব্যাহত হয় তার জীবনের অভিযাত্রা।

●তাই সংকীর্ণতা ও স্বার্থসর্বস্বতার খণ্ডিত চেতনা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর ঐক্যভাবনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের আহ্বান কবির।

OR

“বাবা এল।
ছেলে এল না।”

উৎস : পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কেন এল না’ কবিতা।

প্রসঙ্গ : কবিতায় উল্লিখিত কিশোর ছেলেটি বাবার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে রাস্তায় বেরোলে তার জীবনের যে করুণ পরিণতি ঘটে সেকথা উল্লেখ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশটির অবতারণা।

ব্যাখ্যা :

● ছেলেটির বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, মাইনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবেন এবং পুজোর বাজার আগেই সেরে ফেলবেন কিন্তু সন্ধ্যা হলে রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলেও বাবা ফেরে না।

আশায় অস্থির ছেলেটি পড়ায় মন বসাতে না পেরে দরজা খুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, বাবার দেরি হওয়ার কারণ বুঝতে চেয়ে একটু এগিয়ে দেখবে বলে রাস্তায় বের হয়।

● সেখানে রাস্তার মোড়ে ভিড়, অপেক্ষমান পুলিশের গাড়ি আর প্রচুর বাজির শব্দ। সেখানে কী পুজো হচ্ছে সে দেখে আসতে চায় কিন্তু ছেলেটির জানা ছিল না যেটি সে বাজির শব্দ ভেবেছিল তা আসলে বন্দুকের গুলির শব্দ, কালোগাড়ি আসলে পুলিশি তৎপরতার ইঙ্গিত। শুধু সময়ের বিরুদ্ধতাকে বুঝতে না পারায় স্বাভাবিক কৌতূহলে পুজো দেখতে যাওয়া ছেলেটি চিরদিনের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

●১৯৫৯ সালের খাদ্যসংকট, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, পুলিশি অত্যাচার ইত্যাদি পরিস্থিতি থেকে জন্ম নেওয়া সময়ের ছায়া এই

		কবিতায় অতি স্পষ্ট। কোনও নিরপরাধ ও যে আর সংঘাতের আবহে নিরাপদ নয়, ছেলেটির মৃত্যু তারই ইঙ্গিত দেয়।	
C(<u>Main Course</u> <u>Book &</u> <u>Supplementary</u> <u>Reader</u>)	11.	“তোমার ধর্মের পথে কেন অপব্যয়?”- ‘অপব্যয়’ শব্দটি কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। উত্তর সংকেত: ● কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধর্ম’ কবিতায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্নভাবে দিনবদলের স্বপ্ন দেখেন। আপাতভাবে তাদের ধর্ম আলাদা হলেও সকলেরই সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সৃজনশীলতা। ● তাদের লক্ষ্য অভিন্ন- এক মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলা, তাই তাদের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই হৃদয়মুখী ধর্ম থেকে সরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করে আর তখনই শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে – তথাকথিত ধর্মীয় বিশ্বাস নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি হয়ে ওঠে আগ্রাসী। ● ফলস্বরূপ প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে হানাহানি, রক্তপাত আর তার মধ্য দিয়ে ঘটে মানবতার অপচয়। ধর্ম তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়।	3

C(<u>Main Course</u> <u>Book &</u> <u>Supplementary</u> <u>Reader</u>)	12.	আন্তর্জাতিক কবিতা থেকে প্রশ্ন: পাথরে-ফাটলেও যাদের বাসা বানাতে আটকায়নি"- উত্তর সংকেত: a. কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? পাবলো নেরুদার 'তার সঙ্গে' কবিতায় এক অস্থির সময়ে কবি তাঁর সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলেন। কোনও বিরুদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজেদের মিলিত শক্তিকে টিকিয়ে রেখে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অতিক্রম করার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে উদ্ধৃত অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে। b. উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখো। ●সংকটের সময় একসঙ্গে থাকা অত্যন্ত জরুরি। ঐক্যবদ্ধ শক্তিই পারে প্রতিকূলতাকে জয় করতে। ●লড়াই, প্রতিকূলতাকে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকা দীর্ঘকালের। প্রতিকূলতার কাছে হার স্বীকার না করে নিজেদের টিকিয়ে রাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে উঠে এসেছে কঠিন পাথর বুকে আবাসস্থল গড়ে তোলা। ●বিরুদ্ধ পরিবেশে কবি ও তাঁর সঙ্গীর এই হার না মানা মানসিকতা যেন জীবনযুদ্ধে সাফল্যের দিকটি তুলে ধরে। OR "তুমি তোমার ঐ ছোট দুটি হাত আমার হাতে রাখো / কষ্টে সৃষ্টেও উঠে দাঁড়াবো" উত্তর সংকেতঃ ● পাবলো নেরুদার 'তার সঙ্গে' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয় সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন। ●এখানে 'ছোট দুটি হাত' হলো নবীন সহযোগিতা ও তার বিশ্বাসের প্রতীক। সংকটময় মুহূর্তে একা যুদ্ধ করা কঠিন। প্রিয়জনের সাহচর্য ও পারস্পরিক সমর্থন কবিকে কঠিন বাস্তবতায় টিকে থাকার প্রেরণা যোগায়। উদ্ধৃত অংশে কবি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ভালোবাসার শক্তি ও পারস্পরিক নির্ভরতাকে তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক বিপদ ও আঘাত যতই গভীর হোক, প্রিয়জনের স্পর্শ ও সঙ্গ কবির মনে অসীম	1+3=4
--	------------	--	--------------

		সাহস জোগায়। শত বাধা-বিপত্তির মুখেও তিনি ভেঙে না পড়ে কষ্ট সহ্য করে পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর এবং জীবনের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করেছেন এই অংশে।	
C(Main Course Book & Supplementary Reader)	13.	নাটক থেকে বড় প্রশ্ন: “বা: বা: বুঢ়া! আচ্ছাহি কিয়া!”-- উত্তর সংকেত: a. কে, কখন এই মন্তব্য করেন? ●পেশাদারী থিয়েটারের ফাঁকামঞ্চে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে গভীর রাতে দিলদারের পোশাক পরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গ্রিনরুম থেকে একা উঠে আসেন বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ●গ্রিনরুমে তার ঘুমিয়ে পড়া নিয়ে নিজেই বিস্মিত হন এবং তখনই আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে উদ্ভূত সংলাপটি বলেন। b. নাটকে নাট্যকার এই ধরনের হিন্দি সংলাপ কেন প্রয়োগ করেছেন বলে তুমি মনে করো? ●সংলাপ হলো নাটকের প্রাণ যার মাধ্যমে বক্তব্যবিষয় ও দর্শকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় ●ফাঁকা মঞ্চে অভিনেতা রজনীকান্ত নিজেই নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তাই সংলাপগুলি কিছুটা দীর্ঘ ও অনেকটা বক্তৃত্যধর্মী হয়েছে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোই যেন সেই দীর্ঘ সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে। ●অত্যধিক নেশাগ্রস্ততার কারণে গ্লানি আবার কখনো বর্তমান অবস্থান নিয়ে হতাশা – এইসব কারণে আপাতভাবে	2+3 =5

সংলাপগুলো হয়েছে অসংলগ্ন ও অতি দীর্ঘ। তাছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় মাঝে মাঝে হিন্দি সংলাপের ব্যবহার করে তাকে আরো বাস্তবানুগ করে তোলার জন্যই নাট্যকারের এইধরনের প্রয়াস বলা যেতে পারে।

OR

“...শরীরে যদি রক্ত থাকে, তাহলে সে রক্তে মিশে আছে প্রতিভা!”-

উত্তরসংকেত:

a. কোন্ প্রসঙ্গে বক্তার এই উক্তি?

●বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত বয়সের ভারে হতাশার শিকার হয়েছেন, আবার সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেতেই যেন স্মৃতির পথ ধরে তিনি ফিরে যেতে চান অতীতে তাঁর অভিনয়ের স্বর্ণযুগে।

●ফাঁকামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কখনও ঔরঙ্গজেব, কখনও বক্তিয়ার চরিত্রে তাঁর নিজের অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। তেমনই ‘সাজাহান’ নাটকে ঔরঙ্গজেবের সংলাপ যখন পূর্বের সাবলীল ভঙ্গীতেই তিনি বলেন তখন তাঁর গভীর উপলব্ধি-সঞ্জাত ওই উচ্চারণ বেরিয়ে আসে।

b. তাঁর এই উক্তির কারণ কী?

●রজনীকান্ত হতাশার শিকার হলেও প্রতিমুহূর্তে সেই হতাশাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। স্মৃতির পথ ধরে বারবার ফিরে গেছেন অতীতে তাঁর অভিনয়ের সুবর্ণ দিনগুলোতে।

●তাঁর মনে পড়ে ‘সাজাহান’ নাটকের দৃশ্য- যেখানে সবাইকে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব সিংহাসন পেয়েছেন। মধ্যরাতে একা প্রবল আত্মদ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ঔরঙ্গজেবের সংলাপ উঠে আসে রজনীকান্তের মুখে।

●সেই সংলাপ উচ্চারণের সূত্রেই তাঁর মনে হয় বয়সকে দূরে সরিয়ে অভিনয়ের প্রতিভা তাঁর তখনও অবশিষ্ট আছে। প্রকৃত শিল্পীসত্তা কখনোই চাপা পড়ে থাকে না, - রজনীকান্তের এই বক্তব্য যথাযথ, কারণ তাঁর সংলাপে নাট্যকারের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিভার চরম বিকাশেই তিনি নাট্যমঞ্চে পেয়েছিলেন চরম জনপ্রিয়তা এবং রক্তে মিশে থাকা অভিনয় প্রতিভার জন্যই

		পুলিশের চাকরি ছেড়ে অনিশ্চিত অভিনয় জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি।	
C(Main Course Book & Supplementary Reader)	14.	সহায়কপাঠ থেকে বড় প্রশ্ন “প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও- এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক...”-- উত্তর সংকেত: a. বক্তা কখন এ'কথা বলেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা রাজকবিরাজ। তিনি এসে অমলের ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা খুলে দেবার নির্দেশ দেন এবং অমলের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনি দেখেন, অমলের ঘুম আসছে, তিনি তার শিয়রের কাছে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; সেই সূত্রেই উল্লিখিত মন্তব্যটি তিনি করেন। b. ‘প্রদীপের আলো নিবিয়ে দেওয়া’ কোন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে তুমি মনে করো ? ● প্রদীপের আলো নিভে যাওয়ার মধ্যে আছে মৃত্যুর ব্যঞ্জনা – এখানেও তারই ইঙ্গিত। অমলের মৃত্যু আসলে প্রতীকী। ● অমলের একান্ত ইচ্ছে ছিল নাগরা জুতো পরা, কাজ খুঁজতে যাওয়া লোকটার মতো ঝরনার ধারে গিয়ে ছাতু খাওয়া। প্রহরীকে সে বলেছিল, যে দেশের কথা কেউ জানেনা তেমনই অনেক দূরের দেশে সে সময়ের সঙ্গে চলে যাবে। ● তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ফকিরের দেখে আসা ক্রৌঞ্চদ্বীপ। বাইরের জগতের জন্য এই বিস্ময়, নিরন্তর মানসভ্রমণের পর যখন সে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বন্ধন থেকে মুক্তির পথে যাত্রা করে তখন সেই সময়ে তার যাত্রার অনুকূল করে তোলার জন্যই রাজকবিরাজ প্রদীপ নিভিয়ে দিতে বলেছেন। তারার আলোয় অমলের অনির্দেশের পথকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। OR	1+3=4

		“তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে।”- উত্তর সংকেত: a. বক্তা কে ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটি ঠাকুরদার। b. তাঁর এই মন্তব্যের কারণ কী বলে তুমি মনে করো ? ● অমল চায় এই বিশ্বসুন্দরের রূপ- রস- গন্ধ- স্পর্শের আশ্বাদ নিতে। প্রাণের মুক্তির অপেক্ষায় থাকে সে। ● সমগ্র বিশ্বপ্রাণের তদগত উপভোক্তা অমল আর রাজা হলেন মুক্ত প্রাণের আধার। ● তাই ঠাকুরদার দৃষ্টিতে অমল রাজার প্রিয় বলেই অমলকে ভিক্ষা চাইতে হবে না, রাজা স্বেচ্ছায় অমলকে সমর্পণ করবেন আর অমলের সঙ্গে রাজার সংযোগে প্রাণ ও সৌন্দর্যের যে অভিষেক হবে তা ঠাকুরদার কাছে হবে এক পরম প্রাপ্তি। কারণ তিনি নিজেই হলেন এই মুক্তপ্রাণের পুরোহিত।	
	15.	“বড়ো হলে আমি রাজার ডাকহরকরা হব।”- বক্তা কখন এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল? ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে উল্লিখিত মন্তব্যটির বক্তা হলো অমল। প্রহরী জানিয়েছিল রাস্তার ওপারের বড় বাড়িতে রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে, সেখানে রাজার কাছ থেকে চিঠি আসে। একদিন অমলের নামেও সেখানে চিঠি আসবে। ● অমল যখন শোনে যে রাজার কাছ থেকে ডাক- হরকরা তার চিঠি এনে দেবে আর কাজের সূত্রে তারা ঘরে ঘরে দেশে দেশে ঘোরে তখনই অমল বড় হয়ে ডাকহরকরা হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। OR “আমার কী দাঁড়বার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।”	2

		উত্তর সংকেতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ডাকঘর' নাটকের অন্তর্গত প্রশ্লোদ্ধৃত উক্তিটি সুধার। সুধা শশী মালিনীর মেয়ে। তাকে রোজ এত এত ফুল তুলে মালা গাঁথতে হয়। বেলা হয়ে গেলে ফুল আর থাকবে না তাই তার দাঁড়াবার জো নেই।	
D (Creative Writing)	16.	প্রতিবেদন পড়ে প্রশ্নোত্তর উত্তর সংকেতঃ a. শিরোনাম- প্রতিবেদনের মূল বিষয়টি কয়েকটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করতে পারলে 1 নম্বর। (সংকেতঃ / ইত্যাদি) b. 'অপারেশন ব্রহ্ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ●শুক্রবার ভূমিকম্পের পরেই শনিবারে ভারতের বিদেশমন্ত্রক তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো ১৫টন ত্রাণ পাঠায়। কঞ্চল, স্লিপিং ব্যাগ, খাবারের প্যাকেট, হাইজিনকিউ, জেনারেটর ও প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে রেস্‌কুনে পৌঁছয় বিশেষ বিমান। ●ভূমিকম্প বিধ্বস্ত ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ মায়ানমারের পাশে ভারতের এইভাবে দাঁড়ানোর অভিযানের নাম 'অপারেশন ব্রহ্ম'। c. তিনটি বাক্যে মূল বিষয়টির উপর আলোকপাত করো। ●শুক্রবার মায়ানমারের মান্দালয়ে ভূমিকম্পের জেরে মৃতের সংখ্যা ষোলশো ছাড়ায়, আহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং আশঙ্কা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে আরও কয়েক হাজার মানুষের নিখর দেহ।	1+2+3=6

		●সেই ভূমিকম্পের রেশ পৌঁছে যায় পড়শি দেশ থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, ভারতের মেঘালয়, মণিপুর, বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও চিনেও এবং এই দুঃসময়ে মায়ানমারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভারতও। শনিবারেই সেখানে ত্রাণ পাঠিয়ে দেয় ভারতের বিদেশমন্ত্রক। ●এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ব্যাংককের পুলিশ হাসপাতালের সামনের রাস্তায় স্ট্রচারেই সন্তানের জন্মদিলেন এক তরুণী, অনেক জায়গাই ধ্বংসস্তূপের তলায় থাকায় মৃত-আহতের সংখ্যাযে আরও বহু বাড়বে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই এবং প্রশাসন সূত্রের খবর, শনিবার রাত পর্যন্ত অনেক জায়গায় ঠিকমতো উদ্ধার কাজ শুরু করা যায়নি।	
	17.	বিজ্ঞাপন তৈরি করা- উত্তর সংকেত: ●বিষয়ানুগ শিরোনাম এবং বক্সনির্মাণ (আবশ্যিক) ●মূলবক্তব্যবিষয় ও উপস্থাপনা: বিজ্ঞাপন ●শিরোনাম : 2 ●বক্সনির্মাণ : 1 ●৫০টি শব্দের মধ্যে বাক্য / বাক্যাংশের দ্বারা প্রধান বিষয়ে আলোকপাত : 3 ●বিষয় অনুযায়ী ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর প্রয়োজনে চিত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে।	1x6=6